W.B. Form No. 27

POLICE STATION INDAS, BANKURA

FIRST INFORMATION REPORT

09213

First information of a cognizable crime reported under section 154 Cr. P.C., at P.S.

1. Dist. BANKURA Sub-Divn. BISHNUPUR P.S. INDAS Year 2020 FIR No. 146/2020 Date 21.09.2020
2. (i) Act I.P.C. Sections 498 A (ii) Act x Sections x
   (iii) Act x Sections x Other Acts & Sections 3/4 D.P. ACT
3. (a) General Diary Reference : Entry No. 904 DT. 21.09.2020 Time 16.45 HRS.
   (b) Occurrence of Offence : Day NOT NOTED Date SINCE AFTER BIRTH OF FIRST BABY Time NOT NOTED
   (c) Information Received Date ON. 21.09.2020 Time 16.45 HRS.
   G.D. No. 904 DT. 21.09.2020 at the Police Statiion :
4. Type of information : Written / ~~Oral~~ WRITTEN
5. Place of Occurrence : (a) Direction and Distances from P.S.
   (b) Address VILL- SANTOSHPUR (MIDDYA PARA) P.S. JAGAT BALLAV PUR DIST- HOWRAH
   (c) In case outside limit of this Police Station, then the name of P.S. JAGATBALLAVPUR
   District HOWRAH
6. Complaint / Information :
   (a) Name AYESHA BEGAM
   (b) Father's / Husband's Name JAKIR MIDDYA
   (c) Date / Year of Birth NOT NOTED
   (d) Nationality INDIAN
   (e) Address VILL- SANTOSHPUR (MIDDYA PARA) P.S.- JAGATBALLAVPUR DIST- HOWRAH - A/P- VILL- BARAKPUR, P.S.- INDAS. DIST- BANKURA.
7. Details of Known / Suspected / Unknown / Accused with full particulars. (Attach separate sheet, if necessary) ACCD. (1) JAKIR MIDDYA S/O- LT. SUKUR MIDDYA (2) JAHANGIR MIDDYA S/O- LT. SUKUR MIDDYA. (3) MEENA BEGAM W/O- SK RAHAMAT ALI AND (4) SANA BEGAM W/O- SK GULJAR. ALL OF VILL- SANTOSHPUR (MIDDYAPARA) P.S.- JAGATBALLAVPUR DIST- HOWRAH.
8. Reasons for delay in reporting by complaint / informant
9. Particulars of properties stolen / involved : (attach seperate sheet, if required) :
10. Total value of Properties stolen / Involved : x
11. Inquest report / U.D. : Case No. if any : x
12. FIR Contents : (Attach separate Sheet, if required) THE ORIGINAL WRITTEN COMPLAINT WHICH IS TREATED AS FIR IS ATTACHED HERE WITH.
13. Action taken : Since the above report reveals commission of offence(s) u/s 498 A IPC & 3/4 D.P. ACT.
    I SI BIDYUT PAUL, O.C INDAS P.S DO HERE BY
    registered the case and ~~tookup the investigation~~ / directed SI MANGAL MANNA OF INDAS P.S.
    to take up the investigation
    transferred to P.S. on point of jurisdiction. FIR read over to the complaint / informant admitted to be correctly recorded and a copy given to the complaint / Informant free of cost.

Bidyut Paul 21/9/2020

Signature of the Officer-In-Charge, Police Station with

Name : BIDYUT PAUL

Rank : SI OF POLICE

Number if any : O.C. INDAS P.S.

Officer-in-Charge
INDAS P. S.
BANKURA

Signature / Thumb Impression of
Complainant / Informant is available on the original written complaint.

To
The Officer- In-Charge
Indas P.S
Indas, Bankura

মাননীয় মহাশয়

আপনার নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আমি আপনার থানার অন্তর্গত বারাকপুর গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা হইতেছি। আমার বিবাহ হইয়া ছিল হাওড়া জেলায় জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত দক্ষিণ সন্তোষপুর (মিদ্যাপাড়া) গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা সুকুর মিদ্যার পুত্র জাকির মিদ্যার সহিত মুসলিম শাস্ত্র মতে ২০০৭ সালে। বিবাহের পর আমি স্বামীর ঘরে স্বামী- স্ত্রী স্বরূপে বসবাস করিতে থাকি। বিবাহে আমার পিতা অনেক কষ্ট করে ৪ ভরি সোনার গহনা, কিছু দান সামগ্রী এবং নগদ ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা যৌতুন স্বরুপ দিয়াছিলেন। বিবাহের পর স্বামী- স্ত্রী স্বরূপে সংসার করাকালীন আমার স্বামীর ঔরষে আমার গর্ভে প্রথমে একটি কন্যা সন্তানের জন্ম হয় বর্তমানে যাহার বয়স ১২ বৎসর এবং একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয় বর্তমানে যাহার বয়স ৪ বৎসর। প্রকাশ থাকে যে, প্রথম সন্তান কন্যা হওয়ার কারনে আমার স্বামীসহ শ্বশুরবাড়ীর লোকজন সকলে মিলে আমার প্রতি শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালাতেন এবং আমার স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ীর লোকজন সকলে মিলে চুলের মুঠি ধরে মারধর করিতেন কখনও ছুরি কখনও বুঁটি এসব ধারালো অস্ত্র দিয়া, অত্যাচার সহ্য করে আমি আমার স্বামীর ঘর করিতে থাকি ভবিষ্যতে সুখের আশায়। আমার স্বামী আমার সাথে সংসারে থাকাকালীন সবসময় আমাকে পুড়িয়ে মারার চক্রান্ত করিতেন। আর এই সব কাজে আমার স্বামীর সহযোগীতা করিতেন আমার বড় ননদ মীনা বেগম স্বামী সেখ রহমত আলী এবং ছোটো দেওর জাহাঙ্গীর মিদ্যা পিতা সুকুর মিদ্যা এবং মেজ ননদ সানা বেগম স্বামী সেখ গুলজার।

Received on 21.09.2020 at 16.45 hrs and started Indas P.S. case No - 146/2020 Dt. 21.09.2020 u/s- 498 A IPC & 3/4 D.P Act.

Officer-in-Charge INDAS P.S. BANKURA

এছাড়াও বিবাহের পণের দাবি তুলে নগদ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা বাবার বাড়ী থেকে আনতে হবে এখুনি, আমি এই কথার প্রতিবাদ করায় আমাকে অ্যাসিড দিয়ে মারার হুমকি দেয়। সংসারে কোনো রকম খেতে পড়তে দিত না সবসময় আমাকে তাচ্ছিল্য চোখে দেখতেন। আমার স্বামী দিল্লীতে জরীর কাজ করিতেন যার প্রতি মাসে আয় প্রায় ৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার) টাকা। আমার স্বামীর নানারকম নোংরা মেয়েদের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক করিতেন।

আমি আমার স্বামীর সঙ্গে ২০০৭-০৮ সাল পর্যন্ত দিল্লিতে একসাথে বসবাস করতাম ও ছোটো ভাই জাহাঙ্গীর মিদ্যা এবং আমার স্বামী আমার প্রতি নানারকম অত্যাচার করত। আমি প্রতিবাদ করিলে আমার দেওর আমায় মারধর

করিত এবং বিক্রী করে দেব এরকম হুমকি দিত। ওদের অত্যাচারের জ্বালায় আমি দিল্লি থেকে সন্তোষপুর নিজের শ্বশুর বাড়ীতে চলে আসি সেখানে আমার বড়ো ননদ মীনা বেগম স্বামী সেখ রহমত আলী আমাকে খুব মারধর করিত। আমি আমার স্বামীর সাথে থাকাকালীন দেওর জাহাঙ্গীর মিদ্যা আমার সাথে খারাপ সম্পর্ক করিতে আসে, আমি প্রতিবাদ করিলে আমার স্বামী জাকির মিদ্যা আমায় বলেন যে বর্তমানে এইসব হয়, তুমি মেনে নাও।

আমি তার জন্য শ্বশুরবাড়ীর লোকের থেকে এড়িয়ে চলতাম। ইং-১৬.০৬.২০১৪ সালে আমার দেওর আমাকে একা পেয়ে আমার পরণের কাপড় খুলিয়া দিয়া ব্ল্যাউজের হুক ছিড়িয়া দিয়া নগ্ন করার চেষ্টা করেন এবং আমাকে জোরপূর্বক ধর্ষন করিতে যায়। আমি উক্ত ঘটনায় চিৎকার চেঁচামেচিতে আমার সন্তান আসিয়া পরায় আমার দেওর চলিয়া যায়। উক্ত ঘটনার কথা আমার স্বামীকে জানালে আমার স্বামী আমাকে বলেন যে, বাড়ীর কথা বাড়ীর মধ্যে রাখিবে। আমি আমার শ্বশুর বাড়ীর লোকজনকে জানাতে অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে আমাকে দিয়ে ঝিয়ের কাজ করাতেন। আমাকে এবং আমার সন্তানদের খেতে দিত না । খুব মারধর করত ঝাঁটা বা কোনো ধারালো অস্ত্র দিয়ে। এসব অত্যাচার সহ্য করে আমি আমার সন্তানদের কথা ভেবে আমি স্বামীর ঘর করিতে থাকি।

ইং-২০১৯ সালে নভেম্বর মাসে আমার উপর অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দেওয়ায় আমার স্বামীসহ শ্বশুরবাড়ীর লোকজন খুন করার চেষ্টা করে মুখে বালিশ চাপা দিয়ে এবং আমি কোনোক্রমে বাঁচার তাগিদে ওদের কবল থেকে বাহিরে বেরিয়ে আমি সন্তানদের নিয়ে এক বস্ত্রে বাবার বাড়ীতে ফিরে আসি। প্রকাশ থাকে যে আমার স্বামী সহ পরিবারের সকলে আমার দাদার চারবার বিবাহ করিয়াছে কোনো বউ আমাদের পরিবারের কিছুই করতে পারেনি, তুইও কিছু আমার কিছু করতে পারবি না এই বলে আমার স্বামী জাকির মিদ্যা ও পরিবারের লোকজন আমাকে হুমকি দেয়, বলে আমি আবার বিয়ে করে সংসার করব।

বাবার বাড়ি চলে আসার পর আমাকে আমার স্বামী সহ পরিবারের লোকজন নরম সুরে আমাকে বলেন যে, তোমার প্রতি যে অত্যাচার আমরা করিয়াছি ভুল করেছি, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও কোনো কেস আমাদের বিরুদ্ধে করো না । আমি তোমাকে গিয়ে নিয়ে আসবো এবং আমার সন্তানদের সহিত ভালোভাবে কথা বলেন। আমি স্বামীর কথা বিশ্বাস করিয়া এবং সন্তানদের মুখের দিকে তাকিয়ে কোনোরকম অভিযোগ করি নাই। বর্তমানে আমি আমার স্বামীকে আনতে আসার কথা বলিলে আমাকে হুমকি দিয়ে বলেন তুই একটি অলক্ষী মেয়ে তোর সাথে ফুর্তি করা যায় সংসার করা যায় না। আর তা স্বত্বেও যদি

এখানে আসিস 'খুন করে মাটিতে পুঁতে দেব'। আমি অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় আমার দরিদ্র পিতার বাড়ীতে আমার সন্তানদের সাথে লইয়া বসবাস করিতেছি। আমার শ্বশুর বাড়ীতে যাবতীয় আমার এবং আমার সন্তানদের জিনিসপত্রের কথা বললে কিছু দেবে না বলছে, যা পারিস করে নিস।

অতএব মহাশয় আপনার কাছে একান্ত প্রার্থনা উপরোক্ত বিবরণ মূলে যাহাতে আমার স্বামী সহ পরিবারগণের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তাহার ব্যবস্থা দানে মর্জি হয়।

ইতি

নিবেদক

আয়েশা বেগম

9734848232

ইং – ২১.৭.২০

দোষী ব্যক্তিদের নাম

১. জাকির মিদ্যা পিতা – মৃত সুকুর মিদ্যা

২. জাহাঙ্গীর মিদ্যা পিতা মৃত সুকুর মিদ্যা

৩. মীনা বেগম স্বামী সেখ রহমত আলী

৪. সানা বেগম স্বামী সেখ গুলজার

সর্ব সাং – দক্ষিণ সন্তোষপুর (মিদ্যাপাড়া)

থানা – জগৎবল্লভপুর, জেলা – হাওড়া।